দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 OCT 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

১০৪

বালিকাদের জন্য ক্যাডেট স্কুল-কলেজ বাড়ান

নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ, নারী উন্নয়ন প্রভৃতি আজকাল প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু নারী উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রচার মাধ্যমগুলোতে দেখা বা শোনা যায়কি? নারীদের উন্নতি করতে হলে বালকদের মত বালিকাদের উন্নতি সবার আগে প্রয়োজন। বালকদের অনেকগুলো ক্যাডেট স্কুল ও কলেজ বিশ্বের সকল দেশের মত বাংলাদেশেও-আছে। সে তুলনায় মাত্র বাংলাদেশে ভারতেরশ্বরী হোমস (ক্যাডেট প্রকৃতির)-এবং ময়মনসিংহ ক্যাডেট এ দু'টি স্কুল রয়েছে বালিকাদের জন্য। প্রয়োজনের তুলনায় এ স্কুল দু'টি খুবই নগণ্য। যাদের বালিকা এখানে কৃতিত্বের সাথে ভর্তি হতে সমর্থ হয়েছে তারাও যেমন অনুতাপ করে, ভর্তি হতে যারা ব্যর্থ হয়েছে, তারাও অনুতাপ করে। পুরাতন লাড্ডু ভারতেশ্বরী হোমস সম্বন্ধে অভিযোগ এবং প্রশ্ন ঃ

(১) ভারতের নামানুসারে সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশে ভারতেশ্বরী হোমস নামে স্কুল এবং কলেজ কেন? (২) দোতলা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হোমস ভবনটির ভিতের উপর অতিরিক্ত আরও তিন-চার তলা নির্মাণ হওয়াতে ঢাকার জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকেই মনে করিয়ে দেয়। আর এ জন্য দর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময় শিক্ষিকা মন্ডলীকে রাতের আরামকে হারাম করে তিন ও চার তলায় ঘুমন্ত বালিকাদেরকে জাগিয়ে নীচের তলায় নামিয়ে আনতে হয়। তারপরও আশংকা থেকেই যায় না-কি? (৩) প্রত্যেক অভিভাবকের নিকট থেকে বাৎসরিক এককালীন (ক্যাশ এবং কাউন্ট মিলিয়ে) প্রায় পনের হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়। এরপরও খাওয়ার, থাকার, চিকিৎসার, গোসলখানার সর্বোপরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এতই সময়োনুপযোগী যে, বালিকারা হোমসকে মনে করে কয়েদখানা। ঈদ কিংবা পূজার ছুটিতে বাইরে এসে তাই অনেক বালিকা হোমসের লৌহ-কপাট ডিংগিয়ে পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করতে চায় না। প্রবেশ না করুক—এটাই কি হোমস কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়িক কাম্য? (৪) সরকারী বা বেসরকারী কোন পরিদর্শক হোমস-এ আসলে তাকে বাণিজ্যিক যত্ন-খাতির দিয়ে ফটক থেকেই বিদায় করা হয়। তাহলে মা-বাবার স্নেহ-বিবর্জিত এ বালিকাদের ভাল-মন্দের খোঁজ-খবর নেয়ার কে থাকলো? (৫) শিক্ষিকামণ্ডলীর অনেকে শুধু শাসন করতে জানে, সোহাগ করতে জানে না। ফলে, বিপর্যয় মন-মানসিকতা নিয়ে বালিকারা সর্বক্ষণ আতংকের মধ্যে হোমসে দিনাতিপাত করে।

বিপর্যস্ত মনের অধিকারিণী কি, নারী-মুক্তির সহায়ক? (৬) প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরাতন এ হোমসের সাথে জড়িত থেকে বা চাকরি করে কেউ কেউ আজ নিঃস্ব থেকে বিত্তবান। তাহলে নরের পাশাপাশি নারী জাগরণের নামে পোলট্রি ফার্মের ন্যায় এ ভারতেশ্বরী হোমসকে অর্থ উপার্জনের কারখানা বলা যায় না-কি? হোমস সম্বন্ধে এত সব অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও হোমসের কার্যক্রম যথারীতি চলছে এবং চলতে থাকবে। কারণ এ হোমসের প্রতিভু দ্বিতীয়টি ছাড়া তৃতীয়টি নেই। আর না থাকার কারণেই হোমস কর্তৃপক্ষের খেয়াল-খুশী নিয়মে পরিণত হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার প্রধান যেহেতু একজন মহিলা, সেহেতু তার ব্যক্তিগত, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, নারী জাগরণের আন্দোলন যারা করেন তাদের এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন রাখছি—দেশে বালকদের ক্যাডেট স্কুল-কলেজের সমসংখ্যক ক্যাডেট স্কুল-কলেজ বালিকাদের জন্যও প্রতিষ্ঠা করুন যাতে বালিকারা আত্মনির্ভরশীল নারী-সমাজ গঠনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পারে।

—এ এম তুলা,
৭/২, গ্রীন রোড, ঢাকা।